জুমে সেশন ১ ভিডিও স্ক্রিপ্ট

আধ্যাত্মিক শ্বাসক্রিয়া

জুমে ট্রেনিংয়ে আবার আপনাদের স্বাগত.
এই অধ্যায়ে, আমরা কথা বলব ঈশ্বরের আদেশ নিয়ে এবং সেটা পালন করব কি করে.
নিঃশ্বাস নেওয়াটাই জীবন. আমরা শ্বাস নি. শ্বাস ছাড়ি.জীবন.

শ্বাস নেওয়াটাই একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঈশ্বরের রাজত্বে.

সত্যি বলতে, ঈশ্বর নিজের আত্মাদের ডাকেন- "শ্বাস বলে"

ওনার রাজত্বে, আমরা শ্বাস নি এবং ঈশ্বরের বাণী শুনতে পাই.

আমরা শ্বাস নি যখন ঈশ্বরের নিজ ভাষায় আমরা বাইবেলের কথা শুনতে পাই.

আমরা শ্বাস নি যখন প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের বাণী শুনতে পাই- ওনার সাথে কথাবার্তার মধ্যে.

আমরা শ্বাস নি যখন ঈশ্বরের বাণী শুনতে পাই ওনার নিজের সত্বা থেকে- গির্জা, এবং যিশুর অনুগামীদের থেকে.

আমরা শ্বাস নি যখন ঈশ্বরের কাজের মধ্যে দিয়ে তাকে শুনতে পাই- অনুষ্ঠান, অভিজ্ঞতা এবং কখনো কখনো হত্যা এবং কষ্টের মধ্যেও. উনি নিজের সন্তানদের এর মধ্যে দিয়ে যেতে দেন. ওনার রাজ্যে আমরা শ্বাস ছাড়ি যখন আমরা ওনার বাণী মত কাজ করি. নিঃশ্বাস ছাড়ি যখন ওনার আদেশ পালন করি.

কখনো কখনো নিঃশ্বাস ছেড়ে আদেশ পালন করার মানে হলো মতামত অদলবদল করা, আমাদের কথা বা আমাদের কাজের মাধ্যমে এমনকিছু করা যাতে যিশুর ইচ্ছে পূরণ হতে পারে.

কখনো কখনো নিঃশ্বাস ছেড়ে আদেশ পালন করার মানে হলো যিশু আমাদের সঙ্গে কি ভাগ করেছেন- উনি যা দিয়েছেন সেটাই অন্যকে দেওয়া - যাতে অন্যরাও ঈশ্বরের আশির্বাদ পেতে পারে যেমন ভাবে আমরা পাচ্ছি.

যিশুর অনুগামী হিসেবে-এই নিঃশ্বাস নেওয়ার এবং ছাড়াটা খুব জরুরি. এটাই হলো আমাদের জীবন.

যিশু বলেছেন- পুত্র একা কিছুই করতে পারেনা. ও সেটাই করে যা ও পিতাকে করতে দেখে. পিতা যা করে, পুত্রও তাই

করে.

যিশু বলেছেন- আমি নিজের অধিকারে কথা বলি না. আমায় যে পিতা পাঠিয়েছেন উনি বলে দিয়েছেন কি বলতে হবে আর সেটা কিভাবে বলতে হবে.

যিশু বলেছেন যে প্রতিটা শব্দ উনি বলেছেন এবং প্রতিটা কাজ যা উনি করেছেন তা ঈশ্বরের কথা শুনেই করেছেন এবং শুধুমাত্র তার আদেশ পালন করেছেন.

নিঃশ্বাস নাও- ঈশ্বরের বাণী শোন.
নিঃশ্বাস ছাড়ো- যা শুনবে তাই মানতে হবে এবং অন্যের সাথে ভাগ করে নিতে হবে.

যিশু বলেছেন ওনার অনুগামীকেও ঈশ্বরের কথা শুনতে হবে কারণ পবিত্র আত্মার জন্য- ওনার নিঃশ্বাস- এবং এই শ্বাস তাকে যে অনুসরন করবে তার মধ্যেই ছড়িয়ে দিতে হবে.

যিশু বলেছেন- সহায়ক, পবিত্র আত্মা, যার কাছে পিতা আমার নাম পাঠাবে, সবকিছু শিখিয়ে দেবে এবং আমি যা যা বলেছি সেটা তোমাদের মনে করিয়ে দেবে.

নিঃশ্বাস নাও- ঈশ্বরের বাণী শোন.
নিঃশ্বাস ছাড়ো- যা শুনবে তাই মানতে হবে এবং অন্যের সাথে ভাগ করে নিতে হবে.

যিশু দেখিয়েছেন কিভাবে বাঁচতে হয়.
তাহলে আমরা ঈশ্বরের বাণী শুনব কি করে? কিকরে বুঝব কি মানতে হবে?

যিশু নিজেকে বলতেন “ভালো মেষপালক”. যিশু নিজের অনুগামীদের বলেন “মেষ”.

যিশু বলেছেন- আমার মেষ হলো আমার বাণী, আর আমি তাদের চিনি, তারা আমায় অনুসরন করে.

যিশু বলেছেন- যারা হলো ঈশ্বরের দূত তারা ঈশ্বরের কথা শোনেন. আপনি শুনতে পাননা কারণ আপনি ঈশ্বরের দূত না.

যিশুর অনুগামী হিসেবে, আমাদেরকে তার কথা শুনতেই হবে.

আমরা ওনার আদেশ শুনি চুপ থেকে.

আমরা ওনার আদেশ শুনি যিশুর বাণী শুনে.

আমরা ওনার আদেশ শুনি আমাদের চিন্তাভাবনাতে, আমাদের সামনে, আমাদের অনুভূতিতে এবং আমাদের কথাবার্তায়.

আমরা ওনার বাণী শুনি যখন ওনার শোনা কথা আমরা খাতায় লিখে দি.

সব কথা নয়, সব ধারণা নয়, সব দৃশ্য নয় আমাদের সব অনুভূতি কখনই ঈশ্বরের বাণী হয়না.

কখনো কখনো ওটা শত্রুর বাণী হয়.যিশু বলেছেন আমাদের শত্রু হলো মিথ্যেবাদী এবং মিথ্যের পিতা. যিশু বলেন আমাদের শত্রু আসে চুরি করতে মারতে ধ্বংস করতে.

কিন্তু ঈশ্বর বলেন ওনার বাণী শুনে আমরা বুঝে যাবো যে এটা ওনার বাণী অন্যের না. অভ্যেস এবং প্রার্থনার মধ্যে, আমরা ঈশ্বরের বাণী ভালোভাবে বুঝতে পারব. আমরা শিখতে পারব যে যার কথা আমরা শুনছি সেটা ঈশ্বরের বাণী না অন্য কারোর.

এবার কিছু উপায় বলব যা ঈশ্বরের বাণী চিনতে সাহায্য করবে:
যিশু যখন কথা বলবেন- ওনার বাণী একই থাকবে ঠিক যেমনটা লেখা আছে- বাইবেলে- যা উনি আগেই বলেছেন. বাইবেলে যা লেখা আছে এবং উনি যা বলবেন দুটো কখনই আলাদা হবে না.
যিশু যখন কথা বলবেন- ওনার বাণী আমাদেরকে একটা আশা এবং শান্তির প্রতিশ্রুতি দেবে. ওনার বাণী কখনই আমাদের হতাশ বা ভিতু বানাবে না. যিশু ভিতু হতে দেন না. যিশু ভালবাসা দিয়ে বোঝান.

যিশুর ভাষায় রক্ত মাংসের উল্লেখ থাকবে না- দৈহিক অধর্ম এবং কলঙ্ক, অসংযম, পূজা এবং কালোজাদু, ঘৃনা এবং ঝগড়া, হিংসে এবং রাগ, নিজ স্বার্থে চলা, ক্রুদ্ধ বাদানুবাদ, দলাদলি, মদ্যপ এবং চাহিদা কিছুই থাকবে না. এগুলো ঈশ্বরের বাণী হতে পারেনা.

যিশু যখন বলবেন- ওনার বাণীতে ঈশ্বরের আত্মার মিষ্টতা থাকবে- ভালবাসা এবং আনন্দ, শান্ত এবং ধর্য্য, দয়া এবং সুব্যবহার, বিশ্বাস, সভ্য এবং নিজ নিয়ন্ত্রণ থাকবে.

যিশু যখন কথা বলেন- ওনার বাণীতে আমরা সন্দেহ নয় আত্মবিশ্বাস পাই. আমরা নিজেদের মধ্যে একটা জ্ঞান শান্তি অনুভব করি এই ভেবে যে যা শুনছি তা আসলে হলো ঈশ্বরের বাণী. সবকিছু হয়ত একবারে নাও শুনতে পারি. আমরা হয়ত ওটুকুই শুনতে পারি যতটুকু আমাদের প্রয়োজন. কিন্তু যতটা শুনব ততটাই কার্যকরী হবে- না তো পাল্টাবে না মুছবে.

যিশুর প্রতিটা অনুগামীর জন্য সুখবর হলো যখন আমরা নিঃশ্বাস নিয়ে ঈশ্বরের বাণী শুনব আর যখন নিঃশ্বাস ছাড়ব তখন তার আদেশ পালন করব, অন্যের সাথে সেটা ভাগ করে নেব- তাতে ঈশ্বর আরো স্পষ্ট করে বলবেন.

ওনার নিঃশ্বাস আমাদের মধ্যে দিয়েই অতিবাহিত হবে.

আমরা ওনার বাণী আরো ভালোভাবে শুনতে পাবো.

আমরা ওনার বাণীই শুনব অন্যের নয়.

আমরা ওনার কাজ এই পৃথিবীতে দেখব এবং তার সঙ্গে কাজে যোগ দেব.

আমরা নিঃশ্বাস নি. নিঃশ্বাস ছাড়ি.জীবন.